যুগান্তর

তারিখ .... 31 JUL 2016..
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭ ......

যশোরে কলেজে জঙ্গি-সন্ত্রাসবিরোধী শপথ

রোদে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে ৪ ছাত্রী হাসপাতালে

যশোর ব্যুরো

যশোরে কলেজ ক্যাম্পাসে জঙ্গি ও সন্ত্রাসবিরোধী শপথবাক্য পাঠ অনুষ্ঠানে প্রচণ্ড রোদে দাঁড়িয়ে
মাথা ঘুরে পড়ে যায় ৪ ছাত্রী। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় শহরতলীর আল-হেরা কলেজ
ক্যাম্পাসে সদর আসনের সংসদ সদস্য কাজী নাবিল আহমদের কর্মসূচিতে এ ঘটনা ঘটে।
অসুস্থদের যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত ৪ ছাত্রী হল—
বিজ্ঞান বিভাগের একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী খাদিজা পারভীন তৃপ্তি, মানবিক বিভাগের একাদশ
শ্রেণীর ছাত্রী ফাতেমা খাতুন, দ্বাদশ শ্রেণীর রোজিনা খাতুন ও রোকসনা পারভীন উর্মি। অসুস্থ
শিক্ষার্থীরা জানায়, সংসদ সদস্য কাজী নাবিল আহমদ শনিবার তাদের কলেজে আসবেন, এজন্য
শিক্ষকরা বিভিন্ন কর্মসূচি নেন। এ কর্মসূচি সফলের জন্য গত তিন দিন তারা প্র্যাকটিস করেছেন।
শনিবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তারা সকাল ৮টার দিকে খাওয়া-দাওয়া না করেই বাড়ি
থেকে বের হয়ে কলেজে আসে। সকাল ১০টার দিকে কলেজের অনুষ্ঠানে অংশ নেয় তারা। এ
সময় প্রচণ্ড রোদ ছিল। এতে তারা মাথা ঘুরে পড়ে যায়। পরে তাদের হাসপাতালে নেয়া হয়।
কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে, শিক্ষার্থীদের প্রাতঃসমাবেশে কোরআন তেলাওয়াত,
গিতা পাঠ শেষে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী শপথবাক্য পাঠ করান সংসদ সদস্য কাজী নাবিল
আহমদ। এরপর মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। তখন শিক্ষার্থীরা অসুস্থ হয়। হাসপাতালে অসুস্থ
শিক্ষার্থীদের দেখতে এসে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের শিক্ষক ইয়াসমিন আক্তার বলেন, অনুষ্ঠানে
শিক্ষার্থীরা ১০-১৫ মিনিট ছিল। কিন্তু তারা সকালে কোনো খাওয়া-দাওয়া না করায় অসুস্থ হয়ে
পড়ে। তাদের স্যালাইনসহ বিভিন্ন ওষুধ দিয়েছেন চিকিৎসক। দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশা
করছি। অনুষ্ঠানে এমপি কাজী নাবিল আহমদ বলেন, ইসলাম কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সমর্থন
করে না। গুলশানের আর্টিজান রেস্তোরাঁ এবং শোলাকিয়ায় যারা ধর্মের নামে মানুষ হত্যা
করেছে, সাধারণ মানুষের মাঝে ভীতির সঞ্চার করেছে, তারা আর যাই হোক মুসলিম না। তিনি
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা কারও মিথ্যা আশ্বাস আর প্ররোচণায় প্রভাবিত হবে না।
ঠিকমতো পড়াশোনা করবে। ইসলাম ধর্মের সঠিক চর্চা করলেই তোমরা বুঝতে পারবে,
আমাদের ধর্ম কখনোই মানুষ হত্যা সমর্থন করে না। তিনি কলেজের শিক্ষকদের এসব বিষয়ে
সচেতন থাকারও পরামর্শ দেন। কর্মসূচিতে কলেজের অধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ
সাইফুল ইসলামসহ কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।